ভোরের কাগজ

তারিখ JUL. 26 1999
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

আগারগাঁও ছাত্রকল্যাণ সংগঠন

মাহবুব করিম

ইয়ার আহম্মদ চৌধুরী শামীম

প্রয়াস

আগারগাঁওয়ে বিজ্ঞান জাদুঘরের পশ্চিমে অবস্থিত একটি ক্লাব। নাম তার 'ছাত্র কল্যাণ সংগঠন'। দেশের অনেক সংগঠনের মতই একটি সংগঠন। তবুও আছে ব্যতিক্রম; আছে অনন্য স্বকীয়তা। সেই অনন্য ব্যতিক্রমী সংগঠন ছাত্র কল্যাণ সংগঠনকে দেখতেই একদিন পশ্চিম আগারগাঁওয়ে যাওয়া হলো। জানা গেলো তার গোড়াপত্তনের কথা।

১৯৮৯ সালের গোড়ার দিকে পশ্চিম আগারগাঁওয়ের কয়েকজন অত্যুৎসাহী মেধাবী ছাত্র– যারা সবাই প্রায় স্কুল আর কলেজ পড়ুয়া, তারা একত্রিত হয়ে আড্ডা মারতো। এক সময় তাদের মনে হলো এভাবে আড্ডা না দিয়ে নিজেরা কিছু করি। মাত্র ৫০ পয়সা অর্থাৎ আটআনা প্রতিদিন টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে সঞ্চয়ী প্রকল্প শুরু করলো। নিজেদের একটি সংগঠনের প্রয়োজনে গড়ে তুললো ছাত্র কল্যাণ সমিতি। দিনে দিনে বাড়তে লাগলো এর সদস্য সংখ্যা। সে সময়ে আগারগাঁও-শ্যামলী এলাকা ছিল খানাখন্দে ভরা। দু চারটি অপ রিকল্পিত ভবন আর বিরাট বিরাট এলাকা নিয়ে বসতি। স্কুল আর কলেজ পড়ুয়ারা এলাকার ব্যাপক উন্নয়নের পরিকল্পনা নিলো। বাড়িঘর থেকে ময়লা আবর্জনা যেখানে সেখানে না ফেলার অনুরোধ জানালো এলাকাবাসীকে। সেই সঙ্গে দিনে একবার নিজেরা ভাগ ভাগ হয়ে সেই গৃহস্থালীর ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট খানাখন্দে ফেলা শুরু করলো। এলাকায় গড়ে উঠতে থাকে দালান বাড়ি। ছাত্র কল্যাণ সমিতির সদস্যরা বাড়ির মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করে রাস্তার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানালে বাড়ির মালিকরা সানন্দে রাস্তার জন্য স্থান ছেড়ে বাড়িঘর তুললো। এভাবেই পরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট-বাড়িঘর তৈরি হলো এলাকায়। সমিতির সদস্যরা আরো উৎসাহী হয়ে প্রকাশ করলো মাসিক পত্রিকা 'অভিযান'। আয়োজন করে এলাকার মুরুব্বীদের মধ্যে মতবিনিময়ের মাসিক সভা, খেলাধুলা, গণশিক্ষা কার্যক্রম। প্রয়োজন হলো নিজেদের ভবনেরও। সঞ্চয়ী প্রকল্পের লভ্যাংশের টাকা দিয়ে বিজ্ঞান জাদুঘরের পশ্চিমে গড়ে তুললো নিজস্ব ভবন। সাইনবোর্ড ঝুললো 'ছাত্র কল্যাণ সংগঠন নামে। গড়ে তুললো গরিব ছাত্র বিনামূল্যে পড়ার জন্য কোচিং সেন্টার। সংগঠনের উপরের শ্রেণীর ছাত্ররাই শিক্ষক হলো। মেধাবী অথচ দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা হলো যাতে টাকার অভাবে কোনো ছাত্রের লেখাপড়া বন্ধ না হয়। নিজেদের প্রতিভা বিকাশের জন্য নিজেরাই সাংস্কৃতিক দল গঠন করলো। নিজেরাই লিখলো নাটক। সেই নাটক আগারগাঁও-শ্যামলীর গণ্ডি পেরিয়ে মহিলা সমিতি মঞ্চ-গাইড হাউসে মঞ্চস্থ করতে শুরু কালো। বিভিন্ন স্কুল-কলেজকে আমন্ত্রণ জানালো বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য। নিজেরাই গড়ে তুললো বিতর্ক ক্লাব। শুরু করে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন। এক সময় তাদের ক্রিয়াকর্মের বিস্তারিত তুলে ধরে বাংলাদেশ বেতার। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ দলমত নির্বিশেষে ছাত্র কল্যাণ সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন।

দেশের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সংগঠন ছাত্র কল্যাণ সংগঠনকে পুরস্কৃত করে। সেতো '৮৯ থেকেই শুরু...

'৯৯-এ এসে দেখা গেলো ছাত্র কল্যাণ সংগঠন গড়ে তুলেছে নিজস্ব জিমনেসিয়াম। কথা হলো ছাত্র কল্যাণ সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি এম কম শেষ বর্ষের ছাত্র ইয়ার আহম্মদ চৌধুরী শামীমের সঙ্গে। কথাবার্তার প্রথমেই তিনি অকপটে স্বীকার করলেন– মোঃ আবুল বাসার কলু, আব্দুল মেতিন বাচ্চু, হাবিবুর রহমান মিলন, রানা, লিটন খোকনের কথা। যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল ছাত্র কল্যাণ সংগঠন। চৌধুরী শামীম জানালেন সংগঠনে রয়েছে অবাধ গণতান্ত্রিক চর্চা। প্রতি দুবছর অন্তর সংগঠনের সদস্যদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয় কার্যনির্বাহী কমিটি। সংগঠনের প্রতিটি সদস্যই ব্লাড ডোনার। বন্যার সময় তারা ত্রাণসামগ্রী নিয়ে বন্যার্তদের সেবায় বিভিন্ন এলাকায় ছুটে যান। কিছুদিন আগে আগারগাঁও বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বস্তিবাসী হয়ে যায় নিঃস্ব। ছাত্র কল্যাণ সংগঠনের সদস্যরা এখন ব্যস্ত অগ্নিকাণ্ডে নিঃস্ব ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে।

চৌধুরী শামীমের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানা গেলো এই সংগঠনের অনেক সদস্য বর্তমানে মেডিকেল, বুয়েট, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে, পাশাপাশি বিনা বেতনে দরিদ্র ছাত্রদের পড়াচ্ছে। সংগঠনের নিজস্ব ভবনেই প্রতিষ্ঠিত করেছে উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম। যার সহায়তায় এগিয়ে এসেছে বেসরকারি সাহায্য সংস্থা ব্র্যাক। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তাদের সদস্য ছাত্র দ্বারা হাঁস মুরগির প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে এলাকার উৎসাহী খামার প্রতিষ্ঠাকারীদের। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহায়তায় ই পি আই প্রকল্প নিয়মিত রেখেছে। নিজেদের সঞ্চিত টাকা দিয়ে বই কিনে দেয় দরিদ্র ছাত্রদের।

ছাত্র কল্যাণ সংগঠনের সক্রিয় কার্যক্রমেরই ফসল আজকের আগারগাঁও-শ্যামলী এলাকা। এলাকার প্রতিটি রাস্তা প্রতিটি বাড়ির ইটে আছে ছাত্র কল্যাণ সংগঠনের সদস্যদের ছোঁয়া।

এমনি আরো অনেক কাজ করছে এই সংগঠন। ১০ বছরে অনেক দূর এগিয়েছে তারা। এমন ব্যতিক্রমধর্মী, অনন্য স্বকীয় সংগঠন দেশের প্রতিটি অঞ্চলে গড়ে উঠুক।